Released 9-11-1951

মিনতি

ন্যাশনাল ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের প্রথম নিবেদন !

মি ন তি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **বিনয় ব্যানার্জ্জি**

কাহিনী ও গীত-রচনা : চারু মুখোপাধ্যায়
চিত্র-শিল্পী : রমেন পাল
শব্দ-যন্ত্রী : জে, ডি, ইরানী
রসায়নাগারিক : ধীরেন দাশগুপ্ত
প্রধান-কর্ম্মসচিব : রঘুনাথ ব্যানার্জ্জি
শিল্প-নির্দ্দেশক : মণি মজুমদার
সম্পাদক : অসিত মুখার্জ্জি
রূপ-সজ্জাকর : শৈলেন গাঙ্গুলী
ব্যবস্থাপক : বিভূতি ব্যানার্জ্জি
নৃত্য-পরিকল্পনা : পিটার গোমেজ্
ষ্টুডিও-ম্যানেজার : প্রমোদ সরকার
স্থিরচিত্র : ষ্টীল্ ফটো সার্ভিস
প্রচার : সুশীল সিংহ

★

[ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে রীভ্স্
শব্দযন্ত্রে গৃহীত]

★

সহকারিগণ :

পরিচালনায় : সত্যরঞ্জন, মণি মজুমদার, বিজন চক্রবর্ত্তী
চিত্র-শিল্পে : নরসিংহ রাও, সুধীর মুখার্জ্জি
শব্দযন্ত্রে : সন্তু বোস, চিন্তামণি লেঙ্কা
কর্মসচিব : অজিত ব্যানার্জ্জী
ব্যবস্থাপনায় : অমরেন্দ্র ব্যানার্জ্জি (পাচু)
রসায়নাগারে : সামান্ত রায়, ননী চ্যাটার্জ্জি, অমূল্য দাস, কালীপদ বোস, রবীন সান্যাল
রূপ-সজ্জায় : দুলাল দাস, দুর্গা চ্যাটার্জ্জি
আলোক-নিয়ন্ত্রণে : অনিল দত্ত, হেমন্ত দাস, অনিল সরকার, মণ্টু সিংহ, ধ্রুব রায়

সঙ্গীত-পরিচালনা : **রাম চন্দ্র পাল**

ভূমিকায় : সুলোচনা চ্যাটার্জ্জি, স্মৃতিরেখা, ছায়া দেবী, পরেশ ব্যানার্জ্জি, কমল মিত্র, হরিধন, রেবা বোস, গোকুল মুখার্জ্জি, আশু বোস, সুনীল ঘোষ, অনন্ত চৌধুরী (এ্যাঃ) প্রভৃতি।

একমাত্র-পরিবেশক : **ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্স**
৪২, ইণ্ডিয়ান মিরর্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা–১৩।

মিনতি

(গল্পাংশ)

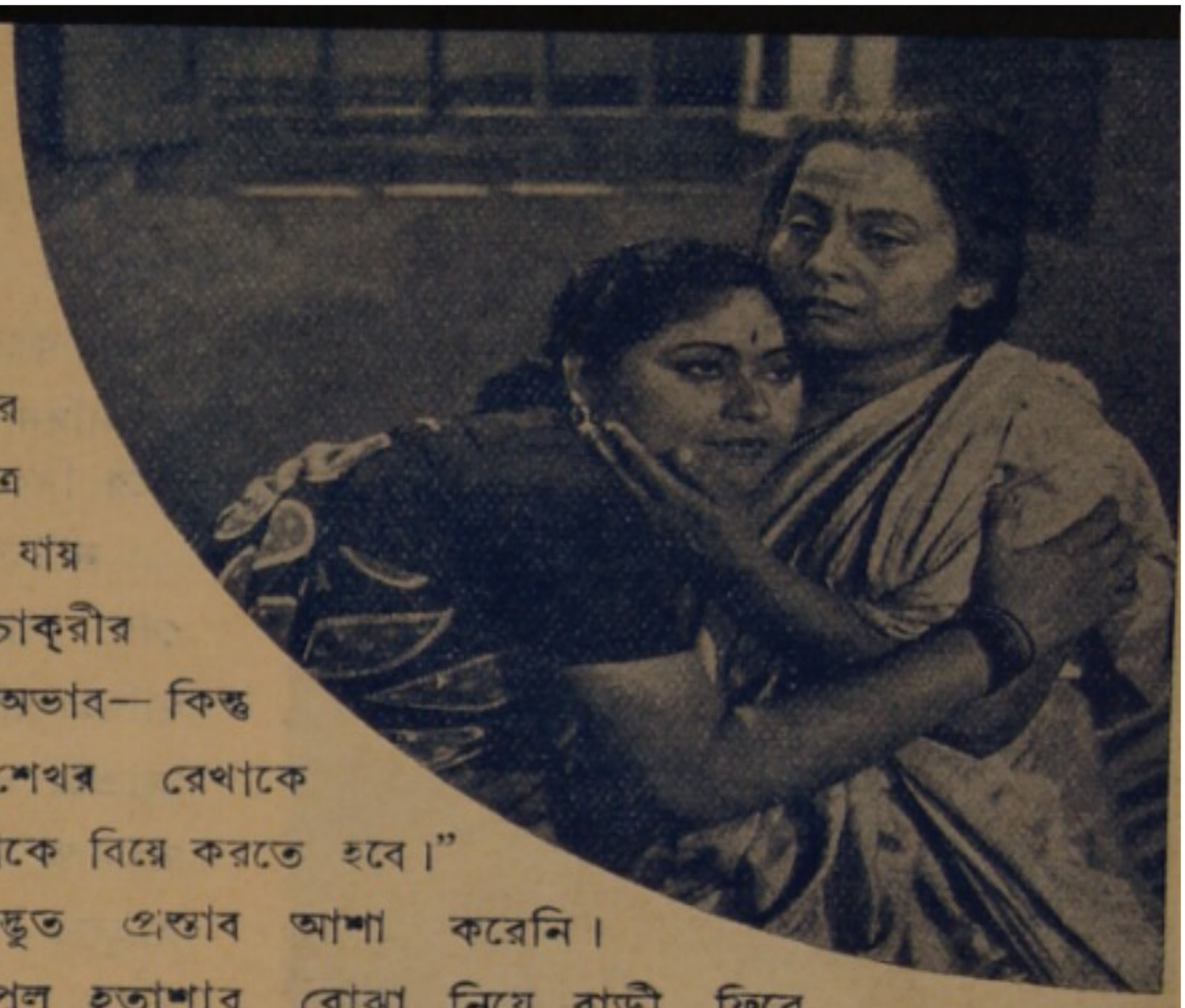

গরীবের মেয়ে রেখা। বিধবা মা ছাড়া জগতে আর তার কেউ নেই। শুধুমাত্র অন্ন-বস্ত্র সংস্থানের জন্য রেখা যায় শেখর রায়ের আপিসে চাকরীর খোঁজে। রেখার পয়সার অভাব— কিন্তু রূপের অভাব নেই। শেখর রেখাকে জানায় চাকরীর সর্ত্ত : "তাকে বিয়ে করতে হবে।" রেখা প্রথমেই এমন অদ্ভুত প্রস্তাব আশা করেনি। চাকুরী প্রত্যাখ্যান করে বিপুল হতাশার বোঝা নিয়ে বাড়ী ফিরে আসে রেখা। ফিরে এসে অন্নশূন্য হাড়ি আর শয্যায় মুমূর্ষু মাকে দেখে আবার ছুটে যায় শেখরের কাছে।

* * * *

'মিনতি' গ্রামের মেয়ে, ডাকাতের অত্যাচারে কোন এক রাতে মা আর ভাইকে হারিয়ে তার বুড়ো বাবাকে নিয়ে অভিশপ্ত গাঁয়ের বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছে— অজানা ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা সম্বল করে। বাবার মনে সান্ত্বনা দিতে 'মিনতি' ছেলের পোষাকে 'সাধন' নাম নিয়ে বাজারে ফুল বেচে। দেখা হয় সেখানে রতনের সঙ্গে। রতন চানাচুর বেচে। সে জানেনা সাধন আসলে মিনতি। দুজনে হয় গভীর বন্ধুত্ব।

শেখর আর রেখা— মতের মিল এদের হলেও মনের মিল কিন্তু হয় না। একই বাড়ীতে একই ছাদের তলায় থেকেও তাদের ব্যবধান হয় দুস্তর। রেখা তাই

একদিন মিনতি করে শেখরকে বলে—"আমার জীবনটা যেমন করে তুমি ব্যর্থ করে দিলে, এমনি করে যেন কোনদিন আর কারুর জীবন ব্যর্থ করে দিও না।"

নাটকের পট পরিবর্ত্তিত হয়। দেখা যায় ডাকাত-লাঞ্ছিতা 'মিনতি'র হারিয়ে-যাওয়া মা জমিদার দেবনাথের আশ্রয়ে—ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে; তখনও মাঝে মাঝে, হারানো ছেলে বাব্‌লুর শোকে উন্মাদ। 'মিনতি'ও খুঁজে ফেরে বাব্‌লুকে। এমনি একদিন ভুল করে একটী ছেলেকে ধর্‌তে গিয়ে 'মিনতি' পড়ে যায় রাস্তায়—আর তার স্বরূপ ধরা পড়ে যায় রতনের কাছে। প্রকাশ পায়—সে ছেলে নয় মেয়ে। সাধন মিনতি হয়ে দেখা দিতেই—রতন আর মিনতির বন্ধুত্ব প্রেমে পরিপূর্ণতা পায়। তখন থেকে দুজনেই

একসঙ্গে নেচে গেয়ে পেট চালায়। কিন্তু ভাগ্যদোষে 'মিনতি' একদিন পড়ে যায় শেখরের অসৎকার্যের সহায় ভৃত্য কালাচাঁদের নজরে। শেখর কৌশলে 'মিনতি'কে এনে বন্দী করলে,—রেখার সঙ্গে যে বাড়ীতে থাকতো সেই বাড়ীরই একটা ঘরে। রেখা মিনতিকে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে কিন্তু ধরা পড়ে যায়।

রতন এই খবর পায়। তার প্রেমিকার মুক্তির আশায় সে পাইপ বেয়ে ওঠে 'মিনতি'র ঘরে—রেখা তাকে সাহায্য করে। শেখরের চীৎকারে কালাচাঁদ দৌড়ে আসতে গিয়ে রেখার রিভলভারের গুলিতে প্রাণ দেয়, এই সুযোগে রতন 'মিনতি'কে নিয়ে পালায়। শেখর ছোটে তাদের উদ্দেশ্যে, পুলিশও পেছনে ধাওয়া করে। তারপর???

সঙ্গীতাংশ

(১)

চানাচুর মজাদার,
একটি প্যাকেট নিয়ে বাবু
খেয়ে দেখ একবার
রতনের এই চানাচুর
খেলে দিল্ হবে ভরপুর
যদি না হয় গো বাবু
পয়সা চাইনা আর
আরো একটা প্যাকেট বাবু
যাও গো নিয়ে বাড়ী
ভুলে যাবেন গিন্নী যদি
করে থাকেন আড়ি
বিরস মুখে ফুটিয়ে হাঁসি বল্‌বে গিন্নী কাছে আসি
এবার তুমি গেলে জিতে, আমার হল হার ॥

(২)

সাধন : অনেক দিনের পর পেলাম গো এইবার
ফেলে আসা তেমন আমার মাটির গৃহ দ্বার ॥
এখন মনে জাগে আশা,
বাঁধব আবার সুখের বাসা
দু'নয়নে ঝরবে না আর, ব্যথার আঁখির ধার।
রতন : চানাচুর মজাদার,
একটি প্যাকেট নিয়ে বাবু খেয়ে দেখো একবার
রতনের এ চানাচুর, খেলে দিল্ হবে ভরপুর
যদি না হয় গো বাবু পয়সা চাই না আর ॥
সাধন : ফুল তুল্‌ব গাঁথব মালা—আমি হব ছেলে
করব ফেরি পথে পথে—সকল শরম ফেলে
রতন : আরো একটি প্যাকেট বাবু
যাওগো নিয়ে বাড়ী
ভুলে যাবেন গিন্নী যদি করে থাকেন আড়ী
সাধন : কে নেবে ফুল বলব হেঁকে, গোলাপ চাঁপা
যাওনা দেখে
টগর বেলা যুঁই চামেলী, অনেক ফুল হার।

(৩)

হে প্রিয় জানো না কি, কেন গো কাছে ডাকি
তোমারি আশা পথ কেন গো চেয়ে থাকি
সে কথা কত আর বলিব বারে বার
কি চাহে মন হিয়া পিয়াসী দুটি আঁখি
এ বুকে কত আশা কহিতে পারিনা যে
সে যে গো ভালবাসা বলিতে মরি লাজে
তাই তো আঁখি ধারে জানাই বারে বারে
জড়ায়ে দাও বুকে মিলন প্রেম রাখী।

(৪)

কে বলে হায় প্রভু তোমায় নিঠুর ভগবান
আমি দেখি তোমার দয়ার নাইকো অবসান।
প্রাণে দিয়ে আশার বাণী, আঁধার হতে আনলে টানি
ফিরিয়ে দিলে ঘরখানি মোর পথেরি সন্ধান ॥

পশরা লয়ে বেড়াই এখন দুঃখ নাহি প্রাণে
দিনগুলো বেশ যায় গো চলে, তোমার দয়ার দানে
আগে আমার ছিল যে ভয়, করেছি আজ
তারে গো জয়
ভুলেছি মোর সকল ব্যাথা, সকল অভিমান ॥

(৫)

ওগো পথিক একটু দাঁড়াও শোন আমার গান
গৃহহারার দুঃখে কিছু করে যাওগো দান।
একদিন হায় ছিল কত তোমাদেরি সবার মত
কত আশা, ভালবাসা, কত যে গো ,মান।
গৃহহারা আজি মোরা মেলেনাকো দানা
তাইত পথে নেচে গেয়ে মাগি দুচার আনা
প্রাণে যদি এ সুর লেগে, ব্যথা কিছু ওঠে জেগে
তবে কিছু আমার গানের দাওগো প্রতিদান ॥

(৬)

রতন : মিনতি মোর রাখ, একটু কাছে থাক
এমন করে ব্যথা দিয়ে যেয়োনাক দূরে।
মিনতি : অনেক আছে কাজ নাইক সময় আজ
কেন তুমি অমন করে ডাকো করুণ সুরে।
রতন : কেন তোমায় ডাকি জানোনা হায় তাকি
কি কামনা আছে আমার সারা হিয়া জুড়ে।
মিনতি : মরিচীকার পিছে যাও কেন গো মিছে,
আশা কেন জাগিয়ে রাখ গোপন হৃদয়পুরে।
রতন : খুব হয়েছে ঢের পেয়েছি যে টের
উভয়ে : জানি তুমি আমার কাছে আসবে
আবার ফিরে
এমন করে ব্যথা দিয়ে যেয়োনাক দূরে।

(৭)

বল তুমি মোরে ভুলিবে না—
আমি চলে গেলে মোর দেওয়া মালা
গলা হতে তুমি খুলিবে না।
যে ফুল কবরী মূলে দিয়াছি গো আমি তুলে
আমার প্রেমের সেই স্মৃতিটুকু নিজ হাতে তুমি
তুলিবে না।
যদি দেখা নাহি হয় আর
এই ভালবাসা মান, অভিমান, ভুলিবে
কি একেবার।
শতেক কাজের মাঝে, কোনদিন কোন সাঁঝে
আমারে স্মরিয়া দুই ফোঁটা জল, আঁখি কোণে
কি গো দুলিবে না।

(৮)

রাঙ্গিয়ে দেবো প্রাণ গো রাঙ্গিয়ে দেব প্রাণ
নাচে গানে ভুলিয়ে দেব ব্যথা অভিমান ॥
সুর শরাবে রঙ্গীন করি পরাণখানি দেব ভরি
রচিব গো এইখানে আজ খুশীর আশমান ॥
কাল কি হবে ভাবনা খানি, রইবে না গো প্রাণে
দিলখানি হায় দুলবে শুধু আমার আঁখির টানে
পরিয়ে গলে বাহুর মালা, ভুলিয়ে দেব বুকের জ্বালা
মরুর বুকে আনব আমি, সাত সাগরের বান ॥

ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পরিবেশনায়
মুক্তি-পথে ! !

JHARNA DISTRIBUTORS

শ্রীসুশীল সিংহ কর্তৃক ঝর্ণা ডিষ্ট্রিবিউটার্সের পক্ষ হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, ১এ, ঠাকুর ক্যাশেল ষ্ট্রীট–৬ হইতে মুদ্রিত।